বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 26 MAY 1989
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পোশাক ও সাজসজ্জা

হেলেনা ফেরদৌসী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যে পোশাক-পরিচ্ছদ ও সজ্জাসজ্জার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন সেকথা বোধকরি কারো অজানা নয়। প্রায় ছাব্বিস হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। দেশের ফ্যাসন সচেতন নারী হিসাবে তাদের সুনামও রয়েছে। সেকারনে, তারা কোন সময়ে কোন পোশাকটি পড়ছেন কিভাবে সাজছেন বা এসব সম্বন্ধে তাদের চিন্তাভাবনা কিরকম—সে সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল রয়েছে।

অনেকেই মন্তব্য করে থাকেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রুচিহীন পোশাক পরিচ্ছদ পরেন এবং বেশ উগ্রভাবে সাজেন—যেটা মোটেও শোভন নয়। আসলে কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। শালীনতার দিকে প্রায় প্রত্যেকেরই সুক্ষ দৃষ্টি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংস ছাত্রী স্যালোয়ার-কামিজ—ওড়না পড়েন। কামিজ বা স্যালোয়ারে নানা ধরনের ডিজ্যাইন থাকে। যেমন এখন চলছে কামিজের সামনে গলাবন্ধ, পিছনে 'ভি কাট বা ইউ' কাট হাতে বা পিঠে 'বো' এবং কামিজের লম্বা হচ্ছে হাঁটুর সামান্য ওপরে, দুপাশের কাটা কখনও থাকছে, কখনও থাকছে না। সাধারণত হালকা প্রিন্ট বা একরঙা কাপড়ে পোশাকগুলো তৈরী থাকে। অনেকে আবার কনট্রাস্ট কালারও ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ স্যালোয়ার এবং ওড়না হবে একরঙের, আর কামিজ হবে অন্যরঙের। সবুজের সাথে গাড় গোলাপী, লাল-হলুদ, লাল-কালো, মেরুন-হালকা বাদামী—এরকম রঙে সাধারণত কনট্রাস্ট পোশাকগুলো তৈরী হয়। তবে লাল রঙটি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের জন্য অনেকেই অপছন্দ করেন।

ক্যাম্পাসে শার্ট-প্যান্ট পরিহিতা ছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম। যদিও হলে অবস্থানের সময় ছাত্রীদের কেউ কেউ এই পোশাক পরছেন, কিন্তু ক্লাসে আসার সময় পাল্টে আসছেন। এছাড়া হলে অনেকেই টপস-স্কার্ট বা মিডি পরে থাকেন এবং এই পোশাকে তাদের যাতায়াত কেবল হল ক্যাম্পাসের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। তবে কখনো-সখনো দু একজন ছাত্রী শার্ট-প্যান্ট পরে ক্লাশে আসেন। ছাত্রীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরেন শাড়ি। সাধারণত হালকা রঙের টাঙ্গাইল বা তাতের শাড়িগুলো তারা বেশী ব্যবহার করেন। সুতী প্রিন্ট বা সিন্থেটিক প্রিন্টও দেখা যায়, তবে খুব একটা বেশী নয়। চকমকে চোখ ধাঁধানো শাড়ি বলতে গেলে দেখাই যায় না। ছাত্রীরা শাড়ির সাথে ব্যবহার করেন ম্যাচিং ব্লাউজ বা কনট্রাস্ট ব্লাউজ।

> শালীনতার দিকে প্রায় প্রত্যেকেরই সুক্ষ্ম দৃষ্টি রয়েছে। উগ্র সাজসজ্জায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের খুব একটা দেখা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরখা পরিহিতা ছাত্রীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। সব সময়ই এরা ক্লাশে আসেন বোরখা পরে। কেবল চোখ দুটো ছাড়া আর সমস্ত কিছুই এদের ঢাকা থাকে। অনেকে মন্তব্য করেন—এরা প্রগতির পরিপন্থী। এ সম্পর্কে তাদের ভাষ্য হচ্ছে—পড়াশুনার সাথে পোশাকের কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষাঙ্গণে এসেছি পড়তে। কোন পোশাকে ক্লাশে গেলাম—এটা কোন ব্যাপার নয়। এবং এটি যার যার ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচি। কিন্তু ফ্যাশন সচেতন ছাত্রীদের ধারণা ঠিক এর বিপরীত। তাদের মতে—শিক্ষা থেকে চিন্তা চেতনায় আধুনিকতা আসে, আর আধুনিকতার একটা প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়ে সাজসজ্জায় এবং পোশাক-পরিচ্ছদে। তাছাড়া ব্যক্তিত্বের প্রকাশে পোশাক-আশাক অনেকখানি সহায়ক।

> বোরখা পরিহিতাদের সম্পর্কে অনেকে মন্তব্য করেন—এরা প্রগতির পরিপন্থী। এ সম্পর্কে তদের ভাষ্য: পড়াশুনার সঙ্গে পোশাকের কোন সম্পর্ক নেই। পোশাক যার যার ব্যক্তিগত অভিরুচি।
>
> পাল্টা জবাব আসে—শিক্ষা থেকে চিন্তা-চেতনায় আধুনিকতা আসে আর আধুনিকতার প্রভাব পড়ে সাজসজ্জায় পোশাক-পরিচ্ছদে।

উগ্র সাজসজ্জায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না। শতকরা চার/পাঁচজন ছাত্রীকে হয়তো পাওয়া যাবে—যারা এক-একজন চলন্ত মেকআপ বক্স। কিছু ছাত্রী আবার একেবারেই মেকআপের ধার ধেরেন না। তবে বেশীর ভাগ ছাত্রীই হালকা মেকআপ নেয়। এতে তাদের মোটেও খারাপ লাগে না, বরং ভালই লাগে। তাদের ঠোঁটে থাকে লিপস্টিক, চোখে হালকা কাজল বা মাসকারা, হাতে-পায়ে নেলপলিস। চুল শ্যাম্পু করা, কারো আটসাট বাঁধা কারো বা হালকা করে বাঁধা। যাদের চুল ছোট, তারা অনেকে ছেড়ে আসেন, কিন্তু বড় চুলের মেয়েরা পারতঃপক্ষে ছেড়ে আসেন না। কারণ ক্লাশে তা যেমন নিজেকে বিরক্ত করে, তেমনি অন্যকেও।

এতো গেল সাধারণ দিনের কথা। বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন—বিশ্ববিদ্যালয় দিবস নবীন বরণ, গেট-টুগেদার, বসন্ত বরণ—এইসব অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা আরেকটু ভিন্ন সাজে আসে। পয়লা বসন্তে হলুদ পেড়ে লাল শাড়ি বা লাল শাড়িতে ছাত্রীরা মুখরিত, কল্লোলিত থাকে। যুগের সাথে অন্য পোশাকের পরিবর্তন হলেও এর কোন পরিবর্তন নেই। এইসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা একটু বাড়তি সাজে সজলেও তা কখনোই শালীনতার মাত্রা ছাড়ায় না। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম হয় না, তাও নয়। তবে এ ব্যাপারে বেশীর ভাগ ছাত্রীর সুক্ষ্ম সচেতনতা রয়েছে। সচেতনতা রয়েছে ঋতুর ব্যাপারেও। গ্রীষ্মে যে পোশাকটি বেছে নিচেছন, শীতে সেটা পাল্টে যাচেছ। কোনটা কোন ঋতুর উপযোগী—সেই হিসাবটা তারা খুব ভাল করেই কষে নেন। শীতে ছাত্রীরা কার্ডিগানের চেয়ে শাল বেশী বেছে নেন। দুদিকে পাড় দেয়া কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শালগুলো ছাত্রীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। কার্ডিগানও অনেকে পড়েন। তবে তারা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম।

সর্বদিক থেকে বলা যায়—পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী শালীনতা এবং রুচিশীলতার পরিচয় দেন, যা নিশ্চয়ই সবার জন্যই সুখকর ও স্বস্তিকর।

> শতকরা চার/পাঁচজন ছাত্রীকে হয়তো পাওয়া যাবে, যারা এক একজন চলন্ত মেকআপ বক্স।